পাপীর পরিত্রাতা যীশু

(Jesus, the Saviour of Sinners)

লূক লিখিত সুসমাচার ৫ অধ্যায় ২৭-৩২ পদ

গত সপ্তাহে আমরা যীশুকে একজন পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকের পাপ ক্ষমা করতে দেখেছি, যার দ্বারা তিনি নিজেকে ঈশ্বর বলে ঘোষণা করেছেন, কারণ একমাত্র ঈশ্বরই চূড়ান্ত ভাবে আমাদের পাপ ক্ষমা করতে পারেন। ফরীশী ও অধ্যাপকরা যেহেতু যীশুকে ঈশ্বর বলে স্বীকার করতে রাজি ছিল না, তাই তারা যীশুর মুখে পাপ ক্ষমা করার কথা শুনে, মনে মনে যীশুর সমালোচনা করেছিল, এবং যীশুকে তারা ঈশ্বর-নিন্দা করার দোষে দোষী করেছিল। যীশু সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিকে সুস্থ করে তাদের সমালোচনা ও অভিযোগকে সরাসরি খণ্ডন করেছিলেন ও তিনি যে সত্যই ঈশ্বর, তার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন।

এখন, এইভাবে যীশুকে একজন পাপীর পাপ ক্ষমা করতে দেখে, যে প্রশ্ন আমাদের মধ্যে জাগতে পারে, তা হল, কত বড়ো পাপীকে পর্যন্ত তিনি ক্ষমা করতে পারেন; কিংবা তাঁর দ্বারা পাপক্ষমার সীমা কত দূর? কারণ, মানুষ আমরা নিজেদের অন্যদের সঙ্গে তুলনা করতে ভালোবাসি। আর তাই, আমরা আমাদের মানদণ্ডে ছোট পাপী বা বড়ো পাপী হিসাবে মানুষদের মধ্যে পার্থক্য তৈরী করি। আজ আমরা পরবর্তী যে শাস্ত্রাংশ পাঠ করেছি, সেখানে দেখতে পাচ্ছি যে, সমাজে তথাকথিত মারাত্মক পাপী বলে পরিগণিত একজনকে, তথা করগ্রাহী লেবিকে কেবল পাপ ক্ষমা করা নয়, তাঁর নিজের শিষ্য হিসাবে যীশু গ্রহণ করেছেন। এর দ্বারা যে সত্য যীশু আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন, তা হল, যে মূল কারণে ঈশ্বর-পুত্র যীশু পৃথিবীর মাটিতে মানুষ হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তা হল, মন পরিবর্তনার্থে পাপীদের আহ্বান করা ও তাদের জীবনকে এমন ভাবে নতুন আকার দেওয়া, যার ফলস্বরূপ তারা তাঁর শিষ্য হয়ে তাঁর অনুসরণ করে।

কিন্তু এইভাবে পাপী মানুষদের পাপ থেকে উদ্ধার করতে ঈশ্বর-পুত্র যীশু যখন পাপীদের কাছে এসেছেন, তাদের ঘনিষ্ঠ হয়েছেন, তখন তাদের সমাজের ধর্মীয় নেতারা, তথা ফরীশী ও অধ্যাপকরা আবার যীশুর সমালোচনা করেছে। অদ্ভুৎ লাগে, যারা নিজেদের ঈশ্বরের লোক বলে পরিচয় দেয়, তারাই ঈশ্বরকে চিনতে ব্যর্থ হয়েছে, সেই ঈশ্বরের কাজে বাধা দিয়েছে। তারা ধর্ম পালনের নামে যে জীবন যাপন করেছে, ঈশ্বরের কাজ বলে যে কাজ করেছে, তা কেবল মানুষের দৃষ্টিতে, মানুষের চিন্তায় ধর্ম; কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অধর্মেরই নামান্তর। তারা তাদের সেই ভুলকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে, কারণ তারা তাদের আসল চেহারা দেখতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা নিজেরাই যে পাপী, আর তাদের সেই পাপ থেকে তারা নিজেরা যে নিজেদের উদ্ধার করতে পারে না, তাদের কোনও সৎকাজ বা ধর্মীয় আচরণ যে তাদের পাপ থেকে মুক্ত করতে পারে না, তা তারা দেখতে পায়নি। তাই, তারা কেবল তাদের মস্তিষ্ক দিয়ে জানে যে, ঈশ্বরই একমাত্র পাপ-ক্ষমাকারী; কিন্তু নিজেদের পাপ দেখতে না পাওয়ায়, তারা তাদের সেই পাপ-ক্ষমাকারী ঈশ্বরকেও দেখতে পায়নি, চিনতে পারেনি, বিশ্বাস করতে পারেনি। কিন্তু এই সত্য কেবল ফরীশী ও অধ্যাপকদের প্রতি প্রযোজ্য নয়; আমাদের প্রতিও একই ভাবে প্রযোজ্য। আমরা যদি আমাদের পাপ উপলব্ধি না করি, আমাদের জীবনে যীশুর প্রয়োজনীয়তাকে আমরাও কখনও উপলব্ধি করতে পারব না। আসুন, লেবির আহ্বানের ঘটনা থেকে বিষয়টিকে ভালো করে উপলব্ধি করি।

১। শিষ্য হিসাবে লেবিকে যীশুর আহ্বান ও লেবির উত্তর (২৭-২৮ পদ): এর আগে যীশু তাঁর চার জন অন্যতম প্রধান শিষ্যকে (পিতর, আন্দ্রিয়, যাকোব ও যোহন) গালীল সাগরের তীর থেকে আহ্বান করেছিলেন। এখানে আমরা যীশুকে আরও একজনকে শিষ্য হিসাবে আহ্বান করতে দেখতে পাচ্ছি। ২৭ পদে বলা হয়েছে, *"তারপর তিনি বাইরে গেলেন, আর দেখলেন, লেবি নামে একজন করগ্রাহী করগ্রহণ স্থানে বসে আছে, তিনি তাকে বললেন, আমার পশ্চাৎ এসো।"* মার্কের লেখা সুসমাচারেও আমরা এই ঘটনার কথা পাই (মার্ক ২:১৩-১৭), আর সেখান থেকে উপলব্ধি করি যে, লূক এখানে যে বাইরে যাবার

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

কথা বলেছে, তার অর্থ, জনতার ভীড়ে পূর্ণ সেই ঘর (যেখানে পক্ষাঘাতগ্রস্তকে তিনি সুস্থ করেছিলেন) ত্যাগ করে তিনি সমুদ্র তীর দিয়ে, তথা গালীল সাগরের তীর দিয়ে যাচ্ছিলেন। এই সময় যীশুর সঙ্গে একজন করগ্রাহীর সাক্ষাৎ ঘটে, মার্ক ও লূক উভয়েই তার নাম *'লেবি'* বলেছে। কিন্তু মথির সুসমাচারে নিজেকে সে *'মথি'* নামে উল্লেখ করেছে (মথি ৯:৯)। নতুন নিয়মের যে কয়টি স্থানে যীশুর প্রেরিত-শিষ্যদের নামের তালিকা দেওয়া হয়েছে, তাদের প্রত্যেকটিতে তার নাম *'মথি'* বলে উল্লেখ করা হয়েছে (মথি ১০:৩; মার্ক ৩:১৮; লূক ৬:১৫; প্রেরিত ১:১৩)। এখন, যীশু যেমন শিমোনের নাম পরিবর্তন করে 'পিতর' রেখেছিলেন (মার্ক ৩:১৬), তেমনই কি তিনি লেবির (আসক্ত, আদি ২৯:৩৪) নাম পরিবর্তন করে মথি (ঈশ্বরের উপহার) রেখেছিলেন? না কি, থোমা (দিদুমঃ, যোহন ১১:১৬) বা বর্থলময়ের (নথলেন, যোহন ১:৪৫; ২১:২) মতো যীশুর শিষ্য হিসাবে আহূত হবার সময় থেকেই সে দুটি নামের অধিকারী ছিল? সঠিক ভাবে বলা কঠিন। যাইহোক, কিন্তু লেবিই যে মথি, সে বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত। মথির সুসমাচারে যদিও তাকে 'মথি' বলা হয়েছে, কিন্তু যীশুর প্রেরিত-শিষ্যদের যে তালিকা মথি দিয়েছে (মথি ১০:৩) তাতে তাকে ***করগ্রাহী মথি*** বলা হয়েছে; যেমন লূক (৫:২৭ পদে) তাকে ***করগ্রাহী লেবি*** বলেছে, এবং ৬:১৫ পদে শিষ্যদের তালিকাতে তাকে কেবল ***মথি*** বলে উল্লেখ করেছে।

যীশু যখন গালীল সাগরের তীর দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি কর-গ্রহণ স্থানে লেবিকে বসে থাকতে দেখেন। এখানে কর-গ্রহণ স্থান বলতে সিরিয়া ও মিসরের মধ্যে যে আন্তর্জাতিক রাজপথ ছিল, সেই পথে যত পণ্যদ্রব্য যেত, তাদের উপর কর আরোপ করার জন্য কফরনাহূমে যে নির্দিষ্ট স্থান ছিল (শুল্ক-ভবন), তাকে নির্দেশ করা হয়েছে। লেবি শুল্ক-ভবনে বসে আছে, কারণ সে একজন শুল্ক-আদায়কারী বা করগ্রাহী। যীশুর সময় প্যালেস্টাইনে করগ্রাহীদের মারাত্মক ভাবে অবজ্ঞা বা ঘৃণা করা হত। রোমীয়রা এই সময় ইহুদিদের উপর রাজত্ব করছিল, কিন্তু তারা সরাসরি ইহুদিদের কাছ থেকে কর আদায় করত না, কিংবা কোনও অঞ্চল থেকে কত কর আদায় করতে হবে, তা-ও ঠিক করে দিত না। পরিবর্তে, তারা এই কাজের জন্য ইহুদিদের মধ্য থেকেই লোকদের নিযুক্ত করত। এর জন্য তারা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল থেকে কর আদায় করার জন্য লোকদের কাছে নিলাম ডাকত। সেই নিলামের ডাকে যারা অংশ নিত, তাদের মধ্যে যে রোমীয় সরকারকে কোনও অঞ্চল থেকে সবথেকে বেশি কর দিতে রাজি হত, তাকেই তারা সেই অঞ্চলের উপর করগ্রহণের দায়িত্ব দিত। এখন যারা সেই দায়িত্ব পেত, তারা তো কেবল রোমীয় সরকারের জন্য কর গ্রহণ করত না, তাদের নিজেদের জীবিকার জন্যও তারা কর গ্রহণ করত। ফলস্বরূপ, তারা লোকদের উপর যত বেশি করের বোঝা চাপাতে সমর্থ হত, তারা তত বেশি ধনি হয়ে উঠত। এখন, বিদেশী রোমীয়দের জন্য নিজের দেশের মানুষের উপর এইভাবে জোরজুলুম চালাবার কারণে, দেশবাসীর দৃষ্টিতে তারা ছিল বিশ্বাসঘাতক ও স্বধর্মত্যাগী। তাই, সবাই তাদের ঘৃণা ও অসম্মান করত। তাই, নতুন নিয়মের বিভিন্ন স্থানে, *"করগ্রাহী ও পাপীদের"* এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করা হয়েছে (মথি ৯:১০; ১১:১৯; ২১:৩১; মার্ক ২:১৫-১৬)। এখন, আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি যে, তাদের ছিল প্রচুর অর্থ ও ক্ষমতা; কিন্তু তাদের বন্ধু ছিল না, লোকেরা তাদের কাছে আসতে চাইত না। লোকেরা তাদের কাছ থেকে দূরে থাকত, তাদের এড়িয়ে চলত, তাদের সঙ্গে কথা বলতে কেউ আগ্রহী ছিল না। কিন্তু এমন একজন পাপীর প্রতি যীশুর ব্যবহার সত্যই আমাদের অবাক করে।

লেবি নামে সেই করগ্রাহীর প্রতি যীশু সেদিন যে আচরণ করেছিলেন, তা কেউ কখনও আশা বা কল্পনা পর্যন্ত করতে পারেনি। সমাজের আর পাঁচজন মানুষের চিন্তা, বিশ্বাস ও আচরণে যীশু সেদিন এক আমূল পরিবর্তন এনেছিলেন। যীশু সেদিন তার কাছে এলেন ও যীশুকে অনুসরণ করতে তাকে আহ্বান করলেন। পাপী করগ্রাহী লেবি যীশুর খোঁজ করেনি, সে নিজে যীশুর কাছে আসেনি, যীশুকে কোনও বিষয়ে কোনও অনুরোধ করেনি; কিন্তু যীশু নিজে তার কাছে এসেছেন। একে বলে নিঃশর্ত মনোনয়ন, যার অর্থ আমরা যে ঈশ্বরকে খুঁজি, তা নয়, ঈশ্বর আমাদের খুঁজে চলেছেন, যেহেতু জগৎ সৃষ্টির পূর্বে তিনি আমাদের

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

মনোনীত করে রেখেছেন। আর তাঁকে অনুসরণ করতে যীশু তাকে আহ্বান করলেন, যার অর্থ, যীশু লেবিকে পরিবর্তিত জীবনে আহ্বান করলেন। অর্থাৎ, নিজের পাপপূর্ণ জীবনের জন্য অনুতপ্ত হতে তিনি তাকে আহ্বান জানালেন, যে অনুতাপ তার আচরণে প্রকাশ পাবে– তার পেশা, তার জীবিকা, তার ধন-সম্পত্তি, তার ক্ষমতা, তার আয়, তার শুল্ক-ভবন সমস্ত ত্যাগ করে, যীশুকে অনুসরণ করতে এই আহ্বান। কেবল তার পাপ ক্ষমা করা নয়, কিন্তু তাঁর শিষ্য হবার জন্য যীশু তাকে আহ্বান করলেন।

প্রভুর মনোনীত আমাদের প্রতিও সেই একই আহ্বান যীশু করে চলেছেন। যীশুকে অনুসরণ করার আহ্বান। সেই আহ্বানের অর্থ, আমাদের সেই পাপপূর্ণ জীবনকে ত্যাগ করে, পুরানো জীবনকে ত্যাগ করে, জীবনের নতুন পথে যীশুকে অনুসরণ করা। অর্থাৎ, যীশুর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়া।

যীশু যখন লেবিকে তাঁর অপ্রতিরোধ্য অনুগ্রহে আহ্বান করলেন, মথি তৎক্ষণাৎ ইতিবাচক সাড়া দিল। ২৮ পদে বলা হয়েছে, *"তাতে সে (লেবি) সমস্ত পরিত্যাগ করে উঠে তাঁর (যীশুর) পশ্চাৎ গমন করল।"* কেবল লূক নয়, কিন্তু মথি তার নিজের লেখা সুসমাচারে ও মার্কের লেখা সুসমাচারে একই কথা বলা হয়েছে, লেবি তৎক্ষণাৎ বাধ্যতায় যীশুকে অনুসরণ করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। লূক লিখেছে, সে ***সমস্ত*** পরিত্যাগ করেছিল। এর অর্থ আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি, তার সেই লাভজনক জীবিকা, ধন-সম্পত্তি, ক্ষমতা, আয়, সমস্তই সে পরিত্যাগ করেছে। তাহলে, তার প্রয়োজন কীভাবে পূর্ণ হবে? তার জন্য সে ঈশ্বরে আস্থা রেখেছে, তিনিই তার প্রয়োজন পূর্ণ করবেন।

২। যীশুর সম্মানে বড়ো ভোজের আয়োজন (২৯ পদ): সমস্ত ত্যাগ করে লেবি পৃথিবীর মধ্যে সবথেকে সুখী ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। আর তাই, সে যে আভ্যন্তরীন সুখ লাভ করেছে, তার বহিঃপ্রকাশ হিসাবে, যাঁর দ্বারা সে এই আনন্দ লাভ করেছে, তাঁর সম্মানার্থে সে তার বাড়ীতে এক বড়ো ভোজের আয়োজন করল। ২৯ পদে বলা হয়েছে, *"পরে লেবি নিজের বাড়ীতে তাঁর (যীশুর) জন্য বড়ো এক ভোজ প্রস্তুত করল।"* এতদিন ধরে লেবি অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জনের যে জীবিকার অধিকারী ছিল, সে তা ত্যাগ করেছে। হতে পারে, মথি যীশুকে জানত। হয়ত সে যীশুকে গালীল সাগরের তীরে উপদেশ দিতে দেখেছে, ও তাঁর উপদেশ শুনেছে। প্রভু ইতিপূর্বে মথি বা লেবির মধ্যে তাঁর আত্মা দ্বারা কাজ করছিলেন। যার ফলস্বরূপ, সে তার মনের গভীরে সেই সত্য উপলব্ধি করেছিল যে, তার জীবিকা তাকে অর্থ দিতে পারে, কিন্তু তার জীবনের পথ সঠিক পথ নয়। সে বারে বারে নিজের বিবেকের কাছে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। আর তাই, যীশু নিজে যখন তাকে আহ্বান করেন, কোনও পিছুটানই তাকে সেই আহ্বান থেকে দূরে রাখতে পারেনি। সে যীশুর কাছে **কৃতজ্ঞ**। কারণ সে জানে সে কত বড়ো পাপী, কিন্তু যীশু তার সেই সমস্ত পাপ ক্ষমা করেছেন, তাই তাঁর শিষ্য হতে তিনি তাকে আহ্বান করেছেন। তাই, তার সেই কৃতজ্ঞতার প্রকাশ হিসাবে সে সেই ভোজের ব্যবস্থা করেছে।

কিন্তু সেই ভোজে কারা আমন্ত্রিত? অবশ্যই যীশু ও তাঁর সঙ্গে শিষ্যরা সেখানে উপস্থিত। কিন্তু আরও আছে, আর তারা হল করগ্রাহী মথির অন্যান্য করগ্রাহী বন্ধু। ১৯ পদের শেষাংশে বলা হয়েছে, *"অনেক করগ্রাহী ও অন্য অন্য লোক তাদের সঙ্গে ভোজে বসেছিল।"* অর্থাৎ, মথি তার জীবনে যাঁর সাক্ষাৎ পেয়েছে, যাঁর কারণে তার জীবনে ১৮০ ডিগ্রি পরিবর্তন ঘটেছে, তাঁর সঙ্গে মথির বন্ধুদেরও যাতে সাক্ষাৎ ঘটে, সেই উদ্দেশ্যে মথি সেই ভোজে তাদের আমন্ত্রিত করেছে। করগ্রাহী হিসাবে আর পাঁচজনের মতো যে ছিল প্রচণ্ড লোভী, সেই লেবি কত উদার প্রকৃতির মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে! সে তার ঘর খুলে দিয়েছে, যীশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য সে তার বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এতকাল যাদের সঙ্গে সে উঠেছে ও বসেছে, কাজ করেছে, সময় কাটিয়েছে, যীশুকে বিশ্বাস করার পর সে তাদের ভুলে যায়নি, তারাও যাতে যীশুকে জানে, ভালোবাসে ও বিশ্বাস করে, সেই উদ্দেশ্যে যীশুর সঙ্গে তাদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছে।

আমাদের জীবনে যীশুর সাক্ষাৎ পাবার পর, আমরা কি আমাদের বন্ধুদের, আত্মীয়দের, সহকর্মীদের বা প্রতিবেশিদের কথা মনে রেখেছি? তাদের সঙ্গে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

আমাদের সম্পর্ককে কেবল পৃথিবীর মাটিতে সীমাবদ্ধ রাখা নয়, অনন্তকালীন সম্পর্কে রূপান্তরিত করতে কি আমাদের মনে ইচ্ছা হয় না? তাহলে, যীশুর সঙ্গে যেমন আমাদের সাক্ষাৎ ঘটেছে, তাঁর সঙ্গে তাদের সাক্ষাতে আমাদের চেষ্টা করতে হবে। মণ্ডলীর প্রচারক বা পালক যখন আপনার পরিবার পরিদর্শন করেন, প্রার্থনা-সভা করেন, তখন কিন্তু আপনি তাদেরকে আপনার গৃহে আমন্ত্রণ জানাতে পারেন। আপনার সঙ্গে মণ্ডলীতে আসতে তাদের অনুরোধ করতে পারেন। তাদের জন্য প্রার্থনা করতে পারেন। তাদের বাইবেল উপহার দিতে পারেন।

৩। ফরীশী ও অধ্যাপকদের অভিযোগ (৩০ পদ): কিন্তু এইভাবে যীশু ও তাঁর শিষ্যরা যখন করগ্রাহী ও তাদের ন্যায় অন্য মানুষদের সঙ্গে ভোজ খাচ্ছেন, তখন তা দেখে তাদের সমাজের ধর্মীয় নেতাদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্যণীয়। ৩০ পদে বলা হয়েছে, *"তখন ফরীশীরা ও তাদের অধ্যাপকরা তাঁর (যীশুর) শিষ্যদের বিরুদ্ধে বচসা করে বলতে লাগল, তোমরা কী কারণে করগ্রাহী ও পাপীদের সঙ্গে ভোজন পান করছ?"* লেবীর বাড়ীতে এই ভোজ দেখে তারা চটে গেছে। স্পষ্টতঃ তারা যদিও নিমন্ত্রিত নয়, তথাপি তারা সেখানে উপস্থিত, উদ্দেশ্য যীশুর কথা ও কাজে দোষ ধরা। তাদের চোখে যারা নামকরা পাপী, যাদের সঙ্গে আহার-সহভাগিতায় মিলিত হয়ে, যীশু তাদের চিন্তা, শিক্ষা ও বিশ্বাসে চরম আঘাত হেনেছেন। ধর্মীয় গুরু বা শিক্ষক হিসাবে যীশু এই যে কাজ করেছেন, তা তাদের দৃষ্টিতে আমূল-পরিবর্তনকারী, বিপ্লব ঘটানোর ন্যায় কাজ। অর্থাৎ, তারা যীশুর ভুল ধরেছে, যীশুর দোষ খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু যীশুর বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ জানাতে তাদের সাহস হয়নি, তাই তারা যীশুর শিষ্যদের সঙ্গে বচসা শুরু করেছে। তাদের অভিযোগ হল: তারা কীভাবে এই সমস্ত পাপী ও করগ্রাহীর সঙ্গে আহার-সহভাগিতায় যোগ দেয়?

তাদের ন্যায় বিধানের চুল-চেরা বিচারকারীদের বিশ্বাসে ও জ্ঞানে, এই সমস্ত করগ্রাহী ও পাপীদের সঙ্গে আহার-সহভাগিতা করার পর কোনও ধর্মীয় ব্যক্তি নিজেকে শুচি রাখতে পারে না। তাদের চিন্তায়, কুষ্ঠরোগির স্পর্শ যেমন তাদের অশুচি করে, ঠিক একই ভাবে এই সমস্ত পাপী ও করগ্রাহীর সংস্পর্শও তাদের অশুচি করে। কেবল তা-ই নয়, তাদের সঙ্গে এক টেবিলে খাওয়া বা আহার-সহভাগিতার অর্থ, তাদের সঙ্গে একই সম্পর্কের চুক্তিতে প্রবেশ করা। ফরীশী ও অধ্যাপকরা যা স্বপ্নে পর্যন্ত কল্পনা করতে পারে না, যীশু তা বাস্তবে সাধন করেছেন। তাই, তারা আর চুপ থাকতে পারেনি, যীশুর শিষ্যদের বিরুদ্ধে তারা বচসা শুরু করেছে।

৪। যীশুর উত্তর (৩১-৩২ পদ): ফরীশী ও অধ্যাপকদের সমালোচনা যীশুর চোখ এড়ায়নি। তাই, ফরীশীদের সেই সমালোচনার উত্তর দিতে যীশু নিজে এগিয়ে এসেছেন। ৩১-৩২ পদে বলা হয়েছে, *"যীশু উত্তর করে তাদের বললেন, সুস্থ লোকদের চিকিৎসকে প্রয়োজন নেই, কিন্তু পীড়িত লোকদেরই প্রয়োজন আছে। আমি ধার্মিকদের নয়, কিন্তু পাপীদেরকেই ডাকতে এসেছি, যেন তারা মন ফিরায়।"* সেদিন যীশু তাদের যে উত্তর দিয়েছিলেন, তা হল, তাদের চোখে সেই সমস্ত ঘৃণ্য, নিচু-মানের, পাপী মানুষদের সঙ্গে যীশুর ঘনিষ্ঠতার উদ্দেশ্য হল: তাদের সঙ্গে মাখামাখি করে তাদের পাপকে প্রশ্রয় দেওয়া নয়, কিংবা তাদের পাপকাজে অংশগ্রহণ নয়, কিংবা তাদের পাপে নিজেকে কলুষিত করাও নয়; পরিবর্তে তাদের সুস্থ করা। এই সমস্ত ফরীশী ও অধ্যাপক মনে মনে যে কথা চিন্তা করত, তা হল, *"তারাই কেবল ধার্মিক এবং অন্য সকলকে হেয়জ্ঞান করত"* (লূক ১৮:৯)। এখন, তাদের সেই চিন্তানুসারে, করগ্রাহী ও পাপীরা যেহেতু অসুস্থ ব্যক্তি, সেইহেতু তাদের সুস্থতার প্রয়োজন। কিন্তু তাদের সুস্থ করতে হলে, চিকিৎসককে তাদের কাছে আসতে হবে, তাদের পরীক্ষা করতে হবে, তাদের ওষুধ দিতে হবে। কিন্তু তা না করে, চিকিৎসক যদি তাদের থেকে নিজেকে পৃথক রাখে, তারা কি কখনও সুস্থ হতে পারবে? খুবই দুঃখের বিষয় হল, সেই সমস্ত ধর্মীয় নেতারা নিজেদের সুস্থ দাবি করেছে, কিন্তু তাদের চোখে সেই সমস্ত অসুস্থদের তারা সাহায্য করার পরিবর্তে তাদের কষ্ট দিয়েছে।

কিন্তু যীশু তাদের মতো নন, তিনি এসেছেন সেই সমস্ত পাপীদের **মন-পরিবর্তনের জন্য আহ্বান** করতে, তাদের পাপ ক্ষমা করে তাঁর শিষ্য করতে। তাই, তিনি

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

তাদের কাছে থেকে নিজেকে পৃথক করার পরিবর্তে, নিজেকে তাদের ঘনিষ্ঠ করেছেন। যাদের জন্য তিনি স্বর্গ পর্যন্ত ত্যাগ করে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন, তিনি কি কখনও তাদের কাছে থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারেন? হ্যাঁ, যীশু ধার্মিকদের নয়, কিন্তু পাপীদের মনপরিবর্তন করতে ডাকতে এসেছেন।

এর অর্থ কি তিনি কেবল করগ্রাহীদের জন্য এসেছিলেন, সেই সমস্ত ধর্মীয় নেতা, তথা ফরীশী ও অধ্যাপকদের জন্য আসেননি? যীশুর এই কথার অর্থ এই নয় যে, ফরীশী ও অধ্যাপকরা পাপী নয়, তারাও অবশ্যই পাপী (রোমীয় ৩:১০-১১, ২৩)। তাই, তিনি তাদেরও কাছে গেছিলেন, তাদের সঙ্গেও আহার করেছিলেন (৭:৩৬; ১১:৩৭; ১৪:১), এবং সত্য স্বীকার না করার কারণে তিনি তাদের ভর্ৎসনাও করেছেন। ফরীশী ও অধ্যাপকরা অন্যদের পাপকে সহজেই দেখতে পেত এবং তাদের প্রয়োজনের কথা উপলব্ধি করত; কিন্তু তারা তাদের নিজেদের প্রয়োজন দেখতে পেত না, তারা নিজেরাও যে অন্যদের ন্যায় সমগোত্রীয় পাপী, তা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিল। যীশুর কথায়, বাইরে থেকে দেখলে তাদের ধার্মিক মনে হত, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তারা ছিল মারাত্মক দূষিত (মথি ২৩:২৫-২৮)। অপব্যয়ী পুত্রের দৃষ্টান্তে, যীশু তাদের কনিষ্ঠ পুত্রের ন্যায় বাহ্যিক পাপে পাপী হিসাবে নয়, কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্রের ন্যায় আভ্যন্তরীন পাপে পাপী হিসাবে বর্ণনা করেছেন (লূক ১৫:১-২; ১১:৩২)।

হ্যাঁ, মনপরিবর্তিত হতে পাপীদের আহ্বান জানাতে যীশু এসেছেন। তাই যারা নিজেদের ধার্মিক জ্ঞান করে, যোগ্য জ্ঞান করেন, তাদের নয়; কিন্তু যারা নিজেদের অযোগ্য জ্ঞান করে, মরিয়া হয়ে নিজেদের অসহায় জ্ঞান করে, তাদের উদ্ধার করতে আমাদের প্রভু এসেছেন। যারা পাপী, হারিয়ে যাওয়া মানুষ, যাদের পাপের বোঝা ভীষণ ভারী, ক্ষুধার্ত-পিপাসিত, তাদের উদ্ধারার্থে আমাদের প্রভু এসেছেন। যারা তাদের সেই অসহায়তা, নিঃস্বতা স্বীকার করে ও তাদের উদ্ধারার্থে একমাত্র ঈশ্বরে আস্থা রাখে, যীশু তাদের জন্য এসেছেন। তাদের কেবল পাপ ক্ষমা করা নয়, কিন্তু তাদের মনপরিবর্তন করতে, নতুন মানুষে পরিণত করতে ও তাঁর শিষ্য করতে তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন।

সেদিন যীশু সেই সমস্ত আত্মধার্মিক ফরীশীকে নয়, কিন্তু এই পাপী লেবিকে তাঁর শিষ্যত্বে আহ্বান করেছিলেন। পৌল লিখেছে, ***"ঈশ্বর জগতের মূর্খ বিষয়কে/ দুর্বল বিষয়কে/ নীচ ও তুচ্ছ বিষয়কে মনোনীত করলেন, যেন জ্ঞানবানদের/ শক্তিমন্তদের লজ্জা দেন"*** (১করি. ১:২৭-২৮)। সত্য হল, আমরা সকলেই পাপী, কিন্তু আশার কথা হল, আমাদের জন্য যীশু এসেছেন। সেদিন এই সত্য যদিও সেই সমস্ত ফরীশী ও অধ্যাপক উপলব্ধি করতে পারেনি; কিন্তু তাদেরই মতো অন্য একজন ফরীশী, যার নাম পৌল, সে এই সত্য উপলব্ধি করেছিল। পৌল উপলব্ধি করেছিল, ***"মাংসে প্রত্যয় নয়, ধর্মীয় উদ্যোগে প্রত্যয় নয়, ব্যবস্থা পালনেও প্রত্যয় নয়; কিন্তু খ্রীস্টে বিশ্বাস দ্বারা ধার্মিকতা লাভ সম্ভব"*** (ফিলিপীয় ৩:৩-৯)। কিন্তু যীশুকে বিশ্বাস করে ধার্মিকগণিত হয়ে পৌল কি কখনও নিজেকে পাপের ঊর্ধ্বে চিন্তা করেছে? না, কখনও নয়। পরিবর্তে, তার জীবনের প্রায় শেষের দিকে লেখা চিঠিতে, পৌল নিজের বিষয় এমন স্বীকারক্তি করেছে, ***"যীশু পাপীদের পরিত্রাণ করতে জগতে এসেছেন, তাদের মধ্যে আমি অগ্রগণ্য"*** (১তীম ১:১৫)। পৌল এই পদে নিজেকে পাপী বলে স্বীকার করতে অতীত কাল নয়, বর্তমান কালকে ব্যবহার করেছে। আমরা যত বেশি খ্রীস্টের কাছে আসি, আমরা তত বেশি নিজেদের পাপ দেখতে পাই; আর তার জন্য অনুতাপ সহকারে তাঁর কাছে আরও বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করি। তাই মার্টিন লুথারের কথায়, খ্রীস্টবিশ্বাসীর সমগ্র জীবন হল অনুতাপের জীবন।

আপনি কি নিজেকে পাপী বলে স্বীকার করেন? আপনি কি সেই পাপ থেকে ক্ষমা পেতে চান? সেই ইচ্ছা যদি আপনার মধ্যে এসে থাকে, জানবেন ঈশ্বর ইতিমধ্যে আপনাকে তাঁর অনুগ্রহ দান করেছেন। আপনার পাপ যত বড়ো হোক না কেন, আপনার জন্য তাঁর প্রেম অনেক মহৎ। তাঁর কাছে আপনার পাপ স্বীকার করুন, একমাত্র তাঁকে আপনার পরিত্রাতা বলে বিশ্বাস করুন। কেবল তিনিই পারেন আপনাকে উদ্ধার করতে। তিনি আপনার ও আমার মতো পাপীর জন্যই এই পৃথিবীর মাটিতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com